স্কুল ভেঙে আটক শতাধিক

বুধবার একটি স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে নাইজিরিয়ার রাজধানী লাগোসে। বাড়ির ধ্বংসস্তূপের তলায় শতাধিক পড়ুয়া আটকে রয়েছে বলে সেদেশের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে।

মুকুলের ইঙ্গিত, আজ বিজেপিতে অর্জুন সিং

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা মুকুল রায় আজ ইঙ্গিত দিলেন, বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের বিধায়ক অর্জুন সিং সহ তৃণমূলের কয়েকজন বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। এছাড়া প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবেও বৃহস্পতিবার যোগ দিতে পারেন গেরুয়া শিবিরে। মুকুল জানান, শুক্রবার ১৫ মার্চ বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক বসবে। পরের দিন ১৬ মার্চ প্রার্থীতালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম দফায় ১৫০ জনের তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি। এই ১৫০ জনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।

বিজেপি নেতা বলেন, এমন অনেক প্রার্থী আছেন, যাঁরা তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন। তাঁরাও বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে ঘর করে নাভিশ্বাস উঠেছে তাঁদের। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে মুকুলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, একসময় শোভন ছাড়া দল চলত না মমতার। আজ মুখ্যমন্ত্রীর ইশারায় শোভনের উপর চড়াও হচ্ছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। মুকুলের দাবি, ববিকে (ফিরহাদ) নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মাতামাতি করছেন, তাঁর প্রয়োজন ফুরোলে তাঁকেও ছুড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করবেন না মুখ্যমন্ত্রী।

কর্ণাটকে আসন রফা চূড়ান্ত

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ ঃ কর্ণাটকে কংগ্রেস এবং জেডিএসের মধ্যে আসনরফা চূড়ান্ত হয়ে গেল। রাজ্যের ২৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লড়বে ২০টিতে। জেডিএস লড়বে ৮টি আসনে। সিমোগা, টুমকুর, হাসান, মান্ড্য, বেঙ্গালুরু উত্তর, উত্তর কন্নড়, চিকমাগালুরু এবং বিজয়াপুরা আসনে প্রার্থী দেবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার দল। কর্ণাটকের শাসক জোটে আসন বণ্টন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে টালবাহানা চলছে। দেবেগৌড়া জানিয়েছিলেন, জোটের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। গতবার বিজেপি মোট ১৭টি আসনে জিতেছিল। কংগ্রেস জিতেছিল ৯টি আসনে এবং জেডিএস পেয়েছিল ২টি আসন।

জানতেন না ছন্দা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ স্বামী দীপক কোচারের সংস্থা নিউ পাওয়ার রিনিউয়েবলসের সঙ্গে ভিডিওকন গোষ্ঠীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি কিছুই জানতেন না বলে দাবি করলেন আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন সিইও ছন্দা কোচার। তদন্তকারীদের জেরায় ছন্দা জানিয়েছেন, ভিডিওকন গোষ্ঠীর এমডি বেণুগোপাল ধুতের সঙ্গে তাঁর স্বামীর কী ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন হত সেব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন না। সূত্রের খবর, ব্যাংকের তরফে ভিডিওকন গোষ্ঠীকে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার একদিন পরেই দীপক কোচারের সংস্থাকে ৬৪ কোটি টাকা ঋণ দেয় বেণুগোপাল ধুতের সংস্থা। এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ছন্দা জানান, ব্যাংকের কাজকর্ম নিয়ে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করতেন না। তাঁর স্বামীও ব্যবসার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন না।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৪.৩৭ ডিজেল টাঃ ৬৯.০৪

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে। *–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল*

আবহাওয়া

১৩ মার্চের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৫.১
শিলিগুড়ি	৩১.১	১৮.৭
জলপাইগুড়ি	৩১.০	১৭.০
কোচবিহার	৩০.৭	১৭.৯
আলিপুরদুয়ার	৩০.৫	১৭.৫
মালদা	৩৪.২	১৮.৫
রায়গঞ্জ	৩৪.০	১৮.২
গ্যাংটক	১৭.৫	১১.০

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ
পরিষ্কার আকাশ

বিন্দু বিসর্গ

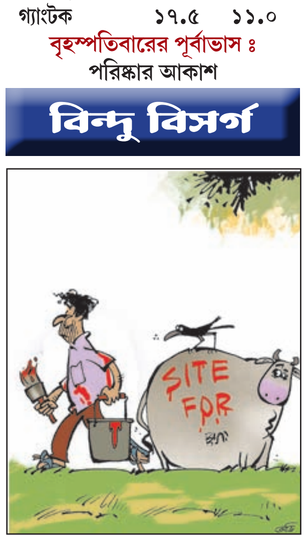

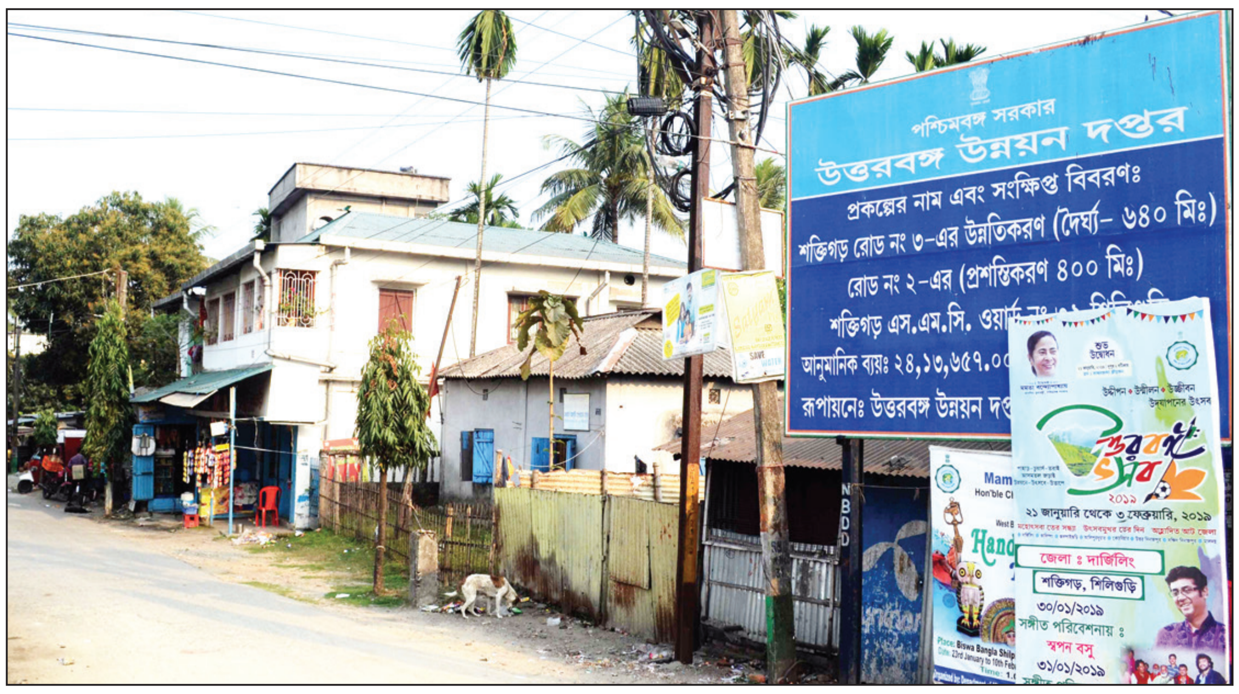
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর
প্রকল্পের নাম এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
শক্তিগড় রোড নং ৩-এর উন্নতিকরণ (দৈর্ঘ্য- ৬৪০ মিঃ)
রোড নং ২-এর (প্রশস্তিকরণ ৪০০ মিঃ)
রূপায়নেঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর
২১ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
জেলা ঃ দার্জিলিং
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি
৩০/০১/২০১৯
সঙ্গীত পরিবেশনায় ঃ
স্বপন বসু
৩১/০১/২০১৯

নির্বাচনি আচরণবিধি লাগু হওয়া সত্ত্বেও শিলিগুড়ির শক্তিগড়ে খোলা হয়নি সরকারি অনুষ্ঠানের প্রচারের হোর্ডিং। ছবি ঃ সূত্রধর

কোচবিহারে পরেশকে প্রার্থী করায় খুশি বিজেপি শিবির

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেস পরেশচন্দ্র অধিকারীকে কোচবিহার কেন্দ্রে লোকসভা ভোটের প্রার্থী করায় রীতিমতো খুশির আবহ বিজেপি শিবিরে। তাদের দাবি, এবারের নির্বাচনে কোচবিহারে জয়ের ব্যাপারে তারা প্রথম থেকেই আশাবাদী ছিল। তবে, তৃণমূল তাদের বর্তমান সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়কে প্রার্থী করলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সদ্য ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে আসা পরেশচন্দ্র অধিকারীকে তৃণমূল প্রার্থী করায় আসনটিতে জয় পাওয়া নিয়ে তাদের আর কোনো দ্বিধা থাকল না। আসনটিতে জয় পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে বিজেপি। পরেশকে প্রার্থী করে তাদের জয়ের এমন সহজ সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানাচ্ছে তারা। যদিও জেলা তৃণমূলের দাবি, বিজেপি দিবাস্বপ্ন দেখছে।

২০১৬ সালে কোচবিহারে লোকসভা উপনির্বাচনে বামফ্রন্টকে সরিয়ে বিজেপি প্রথমবার বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে আসার পর থেকে জেলায় বিজেপির জোর তৎপরতা শুরু হয়। সেবার বিজেপির প্রার্থী হেমচন্দ্র বর্মন তৃণমূলের প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়ের কাছে ৪ লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত হলেও প্রায় ৪ লক্ষ ভোটও পেয়েছিলেন তিনি। সেবার হেমচন্দ্রবাবু পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ১৩৩টি ভোট। অথচ বামপ্রার্থী নৃপেন্দ্রনাথ রায় পেয়েছিলেন মাত্র ৮৭ হাজার ৩৬৩টি ভোট। আর এরপর থেকেই বিজেপি কোচবিহারের আসনটিকে পাখির চোখ করে তাদের সংগঠনকে মজবুত করার দিকে মন দেয়। গত প্রায় তিনবছর ধরে তারা সেই কাজ করেও এসেছে। এই অবস্থায় কোচবিহারে তৃণমূলের ব্যাপক গোষ্ঠীকোন্দলের পাশাপাশি তৃণমূল যুবনেতা নিশীথ প্রামাণিক বিজেপিতে যোগদান করায় জেলায় বিজেপি আরও কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি নিখিলরঞ্জন দে বলেন, পার্থকে তৃণমূল টিকিট দিলে তাঁরা একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু পরেশচন্দ্র অধিকারীকে তৃণমূল প্রার্থী করায় তাঁদের সেই আশঙ্কা একেবারেই নেই। তাঁর যুক্তি, পরেশচন্দ্র অধিকারী ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে সদ্য তৃণমূলে ঢুকেছেন। তৃণমূলে ঢোকার পরেই তাঁকে দলের জেলা সহসভাপতির পদ থেকে শুরু করে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান করা হয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল করে আসা দলের কর্মীরা একেবারেই ভালোভাবে নেননি। পাশাপাশি, চাকরির পরীক্ষায় তাঁর মেয়ের নাম মেধাতালিকায় প্রথমে না থাকলেও তিনি তৃণমূলে ঢোকার পরেই তালিকার একেবারে শীর্ষে তাঁর মেয়ের নাম চলে আসে। পরে তিনি শিক্ষকতার চাকরিও পান। এই বিষয়টিও তৃণমূলের কর্মীরা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ একেবারেই ভালোভাবে নেননি। ফলে তৃণমূলের একটা বড়ো অংশ এমনিতেই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় বর্তমান সাংসদ সহ দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে পরেশবাবুকে তৃণমূল লোকসভা ভোটের টিকিট দেওয়ার বিষয়টি তৃণমূলের একটা বড়ো অংশ মন থেকে একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। নিখিলবাবু বলেন, এর ফলে বিজেপির কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তৃণমূলের একটা বড়ো অংশের ভোটও তাঁদের দিকে আসবে বলে তাঁদের আশা। এর পাশাপাশি ক্ষমতার লোভে দল ছেড়ে পরেশবাবু তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বামেদেরও তাঁর উপর ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। তারা কোনোভাবেই চাইবে না নির্বাচনে পরেশ জয়লাভ করুক। ফলে বামেদেরও একটা বড়ো অংশের ভোট তাঁদের দিকে আসবে। এইসব মিলিয়ে তাঁদের জয় পুরোপুরি নিশ্চিত। বিজেপির জেলা সভাপতি মালতী রাভাও বলেন, সদ্য বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী পরেশচন্দ্র অধিকারীকে তৃণমূল প্রার্থী করায় তাঁদের জয়ের পথ সুগম হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, বিজেপি দিবাস্বপ্ন দেখছে। কোচবিহারে তাঁদের প্রার্থী ৫ লক্ষাধিক ভোটে জয়লাভ করবেন।

পার্থকে তৃণমূল টিকিট দিলে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পরেশচন্দ্র অধিকারীকে তৃণমূল প্রার্থী করায় সেই আশঙ্কা একেবারেই নেই।

–নিখিলরঞ্জন দে
বিজেপি নেতা

হঠাৎ বন্ধ ফেসবুক

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ ঃ বুধবার রাতে বিশ্বজুড়ে হঠাৎ ফেসবুক ডাউন হয়ে যায়। এর ফলে এদিন রাতে ফেসবুকে ঢুকতে পারেননি বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ। সাইট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এদিন রাতে দীর্ঘক্ষণ ফেসবুক বন্ধ রাখা হয় বলে জানা গিয়েছে। কোনো পোস্ট, ছবি, ভিডিয়ো শেয়ার করা যাচ্ছিল না বলে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ইউজাররা জানিয়েছেন। গোটা বিশ্বের নানা প্রান্তেই একই সমস্যায় পড়েন নেটিজেনরা। অনেকেই টুইটারে এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ফেসবুকের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামও কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফেসবুক খুলতে গেলে জানানো হয়, 'ফেসবুক এখন প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডাউন রয়েছে।'

যদিও প্রথমে অনেকে মনে করেন, কেউ অ্যাকাউন্টগুলি হয়তো হ্যাক করার চেষ্টা করছে। সেকারণেই ফেসবুক কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্টগুলি সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে জানা যায় হ্যাকিং নয়। ফেসবুকের কিছু টেকনিকাল সমস্যা হওয়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে বন্ধ রাখা হয়। ব্যবহারকারীরা তাঁদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পেজ রিফ্রেশ করলেও ফেসবুকে ঢুকতে ব্যর্থ হন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা সহ এশিয়ার একাধিক দেশের মানুষের পাশাপাশি দুই আমেরিকার একাধিক দেশের মানুষও এই সমস্যায় পড়েন। প্রভাব পড়ে আফ্রিকার কয়েকটি দেশেও। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ জনপ্রিয় এই সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিন রাতে ঢোকার চেষ্টা করেও ঢুকতে পারেননি। যদিও ফেসবুক কর্তৃপক্ষের দাবি, এই সমস্যা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই সমস্যাটি চিহ্নিত করা গিয়েছে এবং তা ঠিকও হয়ে গিয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। এর সঙ্গে হ্যাকিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তবে অনেকেই বেশ রাতের দিকেও ফেসবুকে লগইন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

তৃণমূলের প্রচারে শিক্ষকরা

বানারহাট, ১৩ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দশরথ তিরকে এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিজয়চন্দ্র বর্মনের সমর্থনে প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেবেন বানারহাটের প্রাথমিক শিক্ষকেরা। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সঙ্গে তৃণমূলের বানারহাট সাংগঠনিক ব্লক কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ধূপগুড়ি ৪ নম্বর সার্কেল কমিটির সভাপতি মহম্মদ ইসলাম আনসারি বলেন, 'বানারহাট এলাকার কিছু অংশ আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র এবং কিছু অংশ জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সংগঠনের সদস্যরা দুই কেন্দ্রেরই তৃণমূল প্রার্থীদের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন।

দ্বিতীয় দফার তালিকা ঘোষণা

কংগ্রেসের টিকিটে ফের প্রার্থী হচ্ছেন প্রিয়া দত্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ প্রয়াত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সুনীল দত্তের মেয়ে প্রিয়া দত্তকে মুম্বই উত্তর-মধ্য আসনে ফের প্রার্থী করল কংগ্রেস। তিনি এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে চিঠি দিয়েছিলেন। সক্রিয় রাজনীতি থেকেও সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন প্রিয়া। কিন্তু বুধবার কংগ্রেসের তরফে দ্বিতীয় দফার যে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে প্রিয়া দত্তের নাম থাকায় খানিকটা হলেও স্বস্তিতে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস শিবির।

এদিন মহারাষ্ট্রের ৫টি এবং উত্তরপ্রদেশের ১৬টি আসনের প্রার্থীদের নাম বুধবার ঘোষণা করল কংগ্রেস। মুম্বই উত্তর-মধ্য বাদে মহারাষ্ট্রের বাকি আসনগুলি হল, নাগপুর, গড়চিরৌলি-চিমুর, মুম্বই দক্ষিণ এবং শোলাপুর। কিছুদিন আগে প্রিয়া জানিয়েছিলেন, পরিবারকে তিনি সময় দিতে চান। সেকারণে এবার প্রার্থী হবেন না। কিন্তু বুধবার নিজের আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের বোন। তিনি জানান, 'আমি এবারও নির্বাচনে লড়ব। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এবং আমার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য এই নির্বাচনি লড়াইয়ে আমি শামিল হব।' গতবার এই আসনে বিজেপি নেত্রী পুনম মহাজনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন প্রিয়া।

মুম্বই দক্ষিণ আসনে প্রার্থী করা হয়েছে প্রয়াত মুরলী দেওরার ছেলে মিলিন্দ দেওরাকে। বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নানা পাটোলেকে এবার নাগপুরে প্রার্থী করেছেন রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্ধে শোলাপুর আসনে লড়বেন। উত্তরপ্রদেশের যে আসনগুলির প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি হল, মোরাদাবাদ, নাগিনা, খেরি, সীতাপুর, মিশরিক, মোহনলালগঞ্জ, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, কানপুর, ফতেপুর, বাহরাইচ, সন্তকবীরনগর, বংশগাঁও, লালগঞ্জ, মীর্জাপুর এবং রবার্টসগঞ্জ। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি রাজ ব্বরকে মোরাদাবাদ আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। সদ্য কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বিজেপি নেত্রী সাবিত্রী ফুলে। তাঁকে বাহরাইচে প্রার্থী করা হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়ালকে এবারও কানপুরে প্রার্থী করেছে দল। কয়েকদিন আগে কংগ্রেস প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে। তাতে রায়বেরেলি, আমেথি সহ কয়েকটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

কেরল থেকে উদ্ধার সিতাইয়ের কিশোর

সিতাই, ১৩ মার্চ ঃ সিতাইয়ের নিখোঁজ কিশোরকে অবশেষে কেরল থেকে উদ্ধার করা হল। সিতাই থানার পুলিশ বুধবার ওই কিশোরকে জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর এ জি আদাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা হরি দাসের ১৫ বছর বয়সি ছেলে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। ৭ ডিসেম্বর পরিবারের তরফে সিতাই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ২৬ ডিসেম্বর কেরলোর পালাক্কাড জেলায় ওই কিশোরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সেখানকার টাউন নর্থ পুলিশ স্টেশনের পুলিশ তাকে উদ্ধার করে কেরলের জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পালাক্কাডের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সিতাই থানায় যোগাযোগ করে। ১ মার্চ সিতাই থানার পুলিশ কেরলের উদ্দেশে রওনা দেয়। অবশেষে সেখান থেকে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ওই কিশোরকে সিতাই থানায় নিয়ে আসে। বুধবার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে তাকে হস্তান্তর করতে যোগাযোগ করে সিতাই পুলিশ। সিতাইয়ের আইসি প্রশান্ত দাস জানান, এদিন জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশে ওই কিশোরকে থানার শিশুবান্ধব কর্নারে রাখা হয়েছে। জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য নিতাই সরকার জানান, ওই কিশোরকে হস্তান্তরিত করা হলেও তাকে বুধবারের জন্য সিতাই থানায় রাখা হয়েছে।

হুইলচেয়ার পেল নেহাল

নাগরাকাটা, ১৩ মার্চ ঃ এখনও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না শেখা লুকসান চা বাগানের সেই শিশু নেহাল ওরাওঁকে এবার হুইলচেয়ার দেওয়া হল। বুধবার বাগানের গুয়াবাড়ি লাইনের বাড়িতে এসে ওই শিশুটিকে একটি হুইলচেয়ার দিল জলপাইগুড়ির গ্রিন ভ্যালি নামে একটি সমাজসেবী সংস্থা। পাশাপাশি দুস্থ আদিবাসী পরিবারটির জন্য খাদ্যসামগ্রী সহ আরও নানা সামগ্রী এদিন গ্রিন ভ্যালির সদস্যরা দিয়েছেন। সোমবার বাড়ির উঠোনে খোঁড়া গর্তে দিনভর নেহালের থাকার কাহিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। যে গর্তে শিশুটিকে পায়ের জোর বাড়ানোর জন্য রেখে দেওয়া হত, সেই গর্তটি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার খবরে ধরাশায়ী পার্থ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ বিজেপি তাসেই কি শেষ পর্যন্ত লোকসভা ভোটের টিকিট পাওয়া থেকে ছিটকে গেলেন পার্থপ্রতিম রায়। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর কোচবিহারের বিদায়ি সাংসদ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে এমনটাই মনে করছেন জেলা তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। কেউ কেউ আরও একধাপ বাড়িয়ে বলছেন, পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বলে নেত্রীর কাছে রিপোর্ট গিয়েছে জেলা থেকেই। তার জেরেই এমন সিদ্ধান্ত।

গত ১২ মার্চ প্রার্থীতালিকা ঘোষণার সময় তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'পার্থ ছোটো ছেলে। ওকে এবার প্রার্থী করতে পারলাম না। ওকে দলের কাজে লাগাব, যদি ও দলে থাকে।' দলনেত্রীর এই ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি নিয়েই সরগরম কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল। সকলেরই ধারণা, বিজেপি-ঘনিষ্ঠতার তাস খেলেই পার্থর টিকিট পাওয়া শেষ পর্যন্ত আটকে দিয়েছে জেলা সভাপতির শিবির। কয়েকমাস আগে একটি পোর্টাল লাইভে বসে মন্ত্রী সাংসদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার পাশাপাশি বলেছিলেন, 'দল যদি লোকসভা ভোটে পার্থকে টিকিট দেয় তাহলে তিনি অন্যকিছু চিন্তাভাবনা করবেন।'

এই অবস্থায় লোকসভা ভোটের টিকিট নিয়ে রবি ও পার্থ শিবিরের মধ্যে গত কয়েকমাস ধরেই সম্মানের লড়াই চলছিল। প্রার্থীতালিকা ঘোষণার একদিন আগে পর্যন্ত খবর ছিল, পার্থই আবার প্রার্থী হচ্ছেন। কিন্তু ১২ মার্চ নেত্রী ঘোষণা করেন, পার্থ নয়, কোচবিহারে প্রার্থী হচ্ছেন পরেশচন্দ্র অধিকারী।

সাংসদের অনুগামীরা বলছেন, গত তিন বছরে সাংসদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা বড়ো কোনো অভিযোগও ওঠেনি। সাংসদ তহবিলের টাকাও তিনি ঠিকঠাক খরচ করেছেন। তাহলে কেন পার্থকে দলনেত্রী টিকিট দিলেন না? পাশাপাশি তিনি পার্থ সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য করেছেন তাতে পরিষ্কার, পার্থ অন্য বিজেপির সঙ্গে মাখামাখি করে চলছেন বলে নেত্রীর কাছে রিপোর্ট গিয়েছে। প্রশ্ন হল, পার্থর সম্পর্কে দলনেত্রীর এই ধারণা হল কেন? জেলা তৃণমূলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে বিজেপির সঙ্গে পার্থর হৃদ্যতা বাড়ছিল। সে কথা দলনেত্রীর কানেও এসেছিল। পাশাপাশি গত কয়েকদিন আগে বেশকিছু সংবাদমাধ্যমেও খবর প্রকাশিত হয় পার্থ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে বলে। পার্থ শিবিরের মতে, জেলা সভাপতির অনুগামীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেইসব খবর করিয়েছেন। শেষের দিকে বিজেপি ঘনিষ্ঠতার সেই তাসকে কাজে লাগিয়েই পার্থকে প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে ছিটকে দেয় তারা।

এদিন কোচবিহারে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পার্থপ্রতিম রায় বিজেপির প্রার্থী হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে দলের রাজ্য নেতা রথীন বোস তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তর দেন, কিছুই বলা যাচ্ছে না কে প্রার্থী হবে। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য এদিন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে একাধিকবার চেষ্টা করেও ফোনে ধরা যায়নি।

কেস ডায়ারি না পেয়ে পুলিশকে কোর্টের ধমক

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রথম মামলার শুনানিতে কেস ডায়ারি দাখিল না করায় পুলিশকে ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দারের ডিভিশন বেঞ্চ। তদন্তকারী অফিসারদের বৃহস্পতিবার আদালতে সশরীরে উপস্থিত থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কেস ডায়ারি দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ওই কেস ডায়ারি দাখিল না হলে তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে আদালত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। বিষয়টি উত্তরবঙ্গের পুলিশের আইজি-কে জানানোর জন্য সরকারি আইনজীবীকে নির্দেশও দেন প্রধান বিচারপতি। এরপরই উত্তরবঙ্গ পুলিশের আইজি আনন্দ কুমার বুধবার দুপুরে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আসেন। সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে মামলার বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। এদিন পাঁচটি মামলার জামিন এবং আগাম জামিনের শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে কেস ডায়ারি তলব করেছেন প্রধান বিচারপতি।

কার্সিয়াংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কাউন্সিলার শান্তি রাইয়ের বিরুদ্ধে মিরিক এবং কার্সিয়াং থানা এলাকায় বেআইনি কাজের অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় পুলিশ চারটি মামলা দায়ের করেছে। শান্তি রাইয়ের বিরুদ্ধে মিরিক থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ এবং ৮, ৯ এবং ১০ ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেন্যান্স পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট-এ মামলা রয়েছে। কার্সিয়াং থানাতেও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬, ১২০বি ধারায় সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। শান্তিদেবী বর্তমানে জেলে বন্দি। পুলিশ তাঁকে শোন অ্যারেস্টও করেছে। তাঁর আইনজীবী উরগেন লামা ৪৩৯ ধারা অনুসারে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জামিনের আবেদন করেন। এদিন মামলাটি ওঠে ডিভিশন বেঞ্চে। শান্তিদেবীর বিরুদ্ধে আনা চারটি মামলায় চারজন তদন্তকারী অফিসার রয়েছেন। মামলার শুনানি শুরু হলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর অদিতিশংকর চক্রবর্তী এবং সরকারি আইনজীবী সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন, মামলার কেস ডায়ারি কোথায়? কেস ডায়ারি না আসায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কড়াভাবে বলেন, 'প্রয়োজনবোধে কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করবে। তদন্তকারী অফিসারকে বাধ্যতামূলকভাবে কেস ডায়ারি এবং মামলার প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হতে হবে। হাজির না হলে আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হবে আবার।'

আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর সরকারি আইনজীবী সৈকতবাবু উত্তরবঙ্গ পুলিশের আইজি এবং তদন্তকারী অফিসারদের বিষয়টি জানান। সূত্রের খবর, আদালতে তলবের সংবাদ পেয়ে চারজন তদন্তকারী অফিসার বুধবার রাতেই জলপাইগুড়িতে চলে আসেন। তার আগে বুধবার দুপুরেই সার্কিট বেঞ্চে এসে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেন উত্তরবঙ্গের আইজি। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রথম শুনানি হবে শান্তি রাইয়ের জামিনের আবেদন নিয়েই। সৈকতবাবু বলেন, 'কেস ডায়ারি এবং চার্জশিটের অনুলিপি সহ তদন্তকারী অফিসারদের বৃহস্পতিবার আদালতে উপস্থিত থাকার বার্তা পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি উত্তরবঙ্গের পুলিশের আইজি-কেও। আইনজীবী উরগেন লামা বলেন, 'আমার মক্কেল শান্তি রাইয়ের জামিনের আবেদন করেছি। বৃহস্পতিবার আবার শুনানি হবে।' গত ৭ ডিসেম্বর ধূপগুড়ি থানার জোড়াপানি এলাকায় পুলিশের উপর আক্রমণ এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি অস্ত্র আইনের মামলায় অভিযুক্ত জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর হয়ে এদিন সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী কল্লোল ঘোষ। এই মামলারও কেস ডায়ারি তলব করেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন পাঁচটি মামলা উঠেছিল আদালতে। প্রত্যেকটিরই কেস ডায়ারি তলব করা হয়েছে। একটি মামলা সার্কিট বেঞ্চের বিচারের আওতাভুক্ত না হওয়ায় তার শুনানি হয়নি।

সার্কিট বেঞ্চে প্রথম শুনানি

টি বোর্ডের গাইডলাইন

প্রথম পাতার পর

উৎপাদনের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠাবে। ওই খরচ বহন করতে হবে বাগানগুলিকেই। পরীক্ষায় যদি নির্দিষ্ট গুণগতমান পাস করতে না পারে তবে সংশ্লিষ্ট বাগান বা ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে টি বোর্ড আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে। চা মালিকদের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই)-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'উচ্চগুণগতমানের উৎপাদন ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা মুশকিল। এজন্য টি বোর্ড যে সব অবস্থান নিচ্ছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে সবকিছু বাস্তবায়িত করতে গেলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নেরও প্রয়োজন। এজন্য কিছু সময় লাগবে।' ডিবিআইটিএ'র সম্পাদক সুমন্ত গুহঠাকুরতা বলেন, 'টি বোর্ড যখন যেমন নির্দেশিকা দিয়েছি আমরা সেটাই পালন করে এসেছি। এক্ষেত্রেও কোনো অন্যথা হবে না।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'কাঁচা পাতা সহ তৈরি চায়ের মানোন্নয়নে বোর্ডের পদক্ষেপ এককথায় নজিরবিহীন। তবে এক্ষেত্রে কড়া নজরদারি যাতে সারা বছর ধরেই থাকে সেই দাবি জানাচ্ছি।' টি বোর্ডের জলপাইগুড়ি জোনের উপনির্দেশক চন্দ্রশেখর মিত্র বলেন, 'দেশের উৎপাদিত চায়ের গুণগতমান বাড়ানোই আমাদের লক্ষ্য। নয়া নির্দেশিকা তারই অঙ্গ।'

পরীক্ষা পিছোল

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিএ, বিকম, বিএসসির (১+১+১) পুরোনো কোর্সের পরীক্ষা পিছোল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি এ খবর জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সমস্ত কলেজের স্নাতক স্তরের (পুরোনো কোর্স) পরীক্ষাগুলি ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। লোকসভা নির্বাচনের কারণে ওই পরীক্ষাগুলি ২৬ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। বিস্তারিত পরীক্ষার সূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

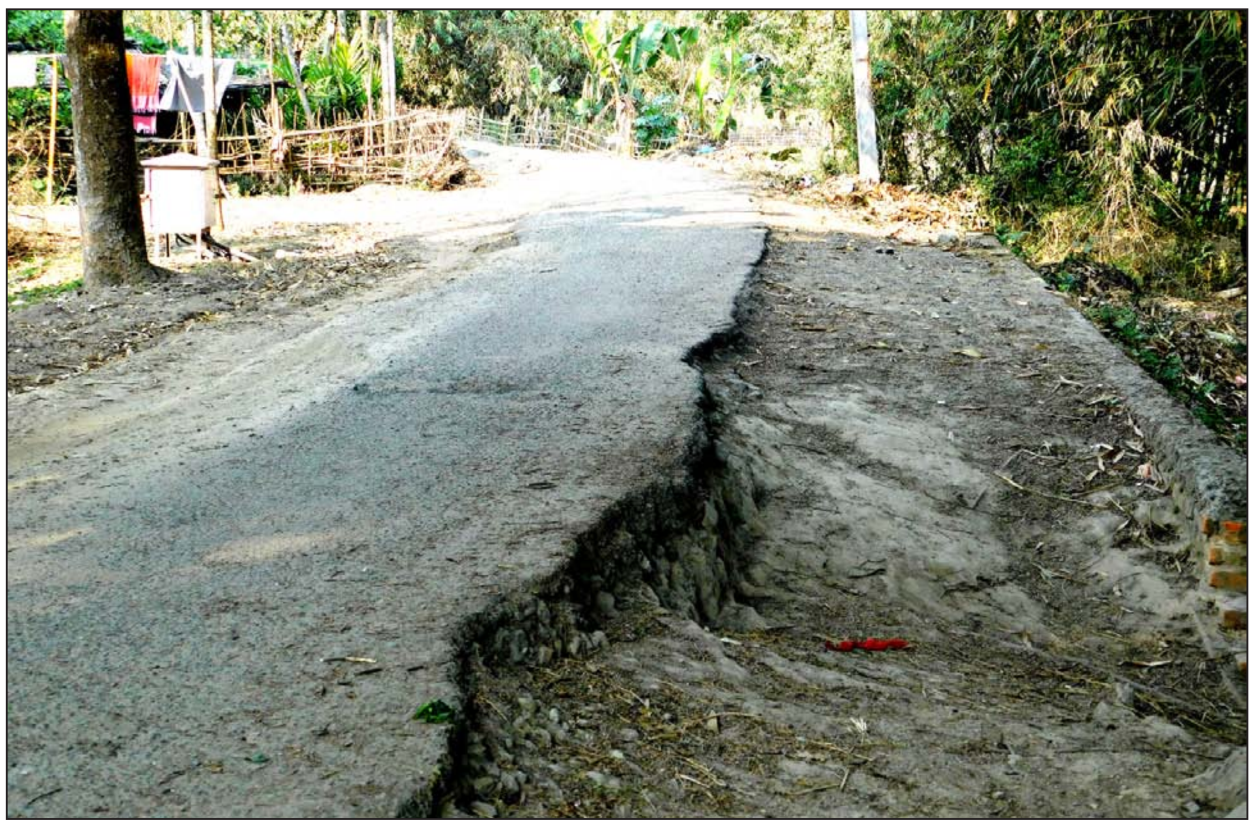

রাজগঞ্জ ব্লকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মদনেরবাড়ি গ্রামের রাস্তাটি ভেঙে গিয়েছে। ছবি ঃ অভিজিৎ রায়